যুগান্তর

পিইসি পরীক্ষা

মনিরামপুরে উত্তরপত্র উদ্ধার দু'কেন্দ্র সচিব অব্যাহতি

প্রকাশ : ২৪ নভেম্বর ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

মনিরামপুর (যশোর) প্রতিনিধি

মনিরামপুরে পিইসি পরীক্ষা কেন্দ্রে চলছে তুঘলকি কারবার। কেন্দ্রে প্রশ্ন আসামাত্রই বাইরে নিয়ে হাতে-লেখা উত্তরপত্র পরীক্ষার রুমে রুমে সরবরাহ করা হয়। অ্যাসিল্যান্ড সাইয়েমা হাসান ঝটিকা অভিযান চালিয়ে কেন্দ্র সচিব ও এক প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে উত্তরপত্র উদ্ধার করেছেন। ইতোমধ্যে ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুই কেন্দ্র সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্তদের অব্যাহতিসহ ১৮ শিক্ষক-কর্মচারীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। প্রাথমিক স্তরে এমন অনৈতিক কর্মাকাণ্ডে সর্বমহলে সমালোচনার ঝড় বয়ে চলেছে। সংশ্লিষ্টদের দায়িত্ব প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে উঠছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, চলতি পিইসি পরীক্ষায় উপজেলার ২৩ কেন্দ্রে ৫ হাজার ৬৮১ জন শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। গত ২০ নভেম্বর সাধারণ বিজ্ঞান পরীক্ষার দিন পোড়াডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটে। বিজ্ঞানের প্রশ্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা শামীম হোসেনের উপস্থিতিতে কেন্দ্র সচিব পরিমল মাধ্যমে নৈশপ্রহরী কাম দফতরি মাসুদ রানার হাত হয়ে চলে যায় পার্শ্ববর্তী বাগডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সৌমিতের হাতে। তিনি প্রশ্নের সমাধানকৃত উত্তরপত্র একই এলাকার আড়সিংগাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ফটোকপি মেশিনে ৪টি কপি করেন। এর একটি ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শামছুর রহমান রেখে দিয়ে সহকারী শিক্ষক মিন্টুর মাধ্যমে কেন্দ্রে পৌঁছে দেন। বাকি ৩ কপি নিয়ে মাছুদ রানাও চলে যায় কেন্দ্রে। কেন্দ্রে উপস্থিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কেন্দ্র সচিবসহ সংশ্লিষ্টদের উপস্থিতিতে পরীক্ষার রুমে রুমে সরবরাহ করার খবর পেয়ে অ্যসি ল্যান্ড সাইয়েমা হাসান সেখানে ঝটিকা অভিযান চালান। এ সময় তিনি আড়সিংগাড়ী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও কেন্দ্র সচিবের কাছ থেকে উত্তরপত্র উদ্ধার করেন। ওই দিনই ইউএনও আহসান উল্লাহ শরিফীর নির্দেশে শিক্ষা কর্মকর্তা সেহেলী ফেরদৌস জড়িতদের অফিসে তলব করেন।

সেহেলী ফেরদৌস জানান, কেন্দ্র সচিব পরিমল, সহকারী শিক্ষক সৌমেন ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকা অন্যায় হয়েছে মর্মে লিখিত স্বীকারোক্তি দিয়েছে। তাদের দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেয়া হয়। এছাড়া পরীক্ষায় দায়িত্বপালনকারী ১৮ শিক্ষক-কর্মচারীদের শোকজ করা হয়েছে। সহকারী শিক্ষক সৌমেন বলেন, কেন্দ্র সচিবের কথামতো তিনি প্রশ্নের সমাধান করেছেন। যা অন্যায় বলে তিনি স্বীকারও করেছেন। কেন্দ্র সচিব পরিমল অন্যায় হয়েছে বলে স্বীকার করেন।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।